তারিখ ৩১ JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩/১৬ কলাম ৪

সংবাদ

স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের দাবি

মাদ্রাসা বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জামায়াত-শিবিরের প্রভাবমুক্ত করতে হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডসহ মাদ্রাসা পর্যায়ের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও জামায়াত-শিবির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে অভিযোগ করেছেন সরকার সমর্থক 'স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের' নেতারা। তারা অবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জামায়াত-শিবিরের প্রভাবমুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদ (স্বাশিপ) আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। এতে নেতারা বলেন, 'আজ থেকে রক্তশপথ নিলাম মাদ্রাসা বোর্ডসহ সকল মাদ্রাসা রাজকারমুক্ত করবো।' লিখিত বক্তব্যে স্বাশিপের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু নয় দফা দাবি তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে স্বাশিপের মাদ্রাসা ইউনিটের ৪১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। গাজীপুরের পূবাইলের দুর্বাটি এসইউ আলিয়া মাদ্রাসার সভাপতি মাওলানা আবু নাঈম মোস্তাফিজুর রহমানকে আহ্বায়ক ও ভৈরবের মৌলভীপাড়া কেরামত আলী বহুমুখী ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা কাজী জহিরুল ইসলামকে সদস্যসচিব করা হয়। মাদ্রাসা বোর্ডের অধিকাংশ কর্মকর্তা শিবির ও জামায়াত ধ্যান-ধারণার বলে অভিযোগ করেন স্বাশিপের মাদ্রাসা ইউনিটের নেতারা।

অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম বলেন, 'মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে নয় হাজার ৩৪১টি মাদ্রাসায় প্রায় এক লাখ মাদ্রাসা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

মাদ্রাসা : বোর্ড

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

১১ হাজার শিক্ষক রয়েছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় রাজাকার ও আলবদরের সন্তানরা এই বোর্ডটিকে ব্যবহার করে নিজেদের আখের গোছানো ছাড়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের স্বার্থে কিছুই করেনি।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে জামায়াত-শিবির ও জঙ্গিবাদী চক্র বিভিন্ন অপতৎপরতা চালাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন থেকে শুরু করে সর্বত্র তারা স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, যা আমরা কোনভাবেই বরদাশত করবো না।'

সংগঠনের নয় দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কোর্স কারিকুলাম ঢেলে সাজানো, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে জাতীয়করণ, এফিলিয়েশনভুক্ত সকল মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্তকরণ, প্রতি উপজেলায় একটি করে মাদ্রাসা এবং বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে প্রতিষ্ঠিত সকল মাদ্রাসা জাতীয়করণ, প্রতিটি মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, মাদ্রাসায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ও আইসিটি শিক্ষকদের এমপিওভুক্তকরণ, মাদ্রাসা বোর্ড ও ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কর্মকর্তা নিয়োগ ও সংস্থা দুইটির বিভিন্ন কমিটিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের নিয়োগ, সহকারী মৌলভীদের সহকারী শিক্ষকদের অনুরূপ স্কেল প্রদান এবং দাখিল ও আলিম মাদ্রাসার সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদ সৃষ্টি।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, স্বাশিপের সভাপতি প্রফেসর আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রফেসর সাজিদুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মোনতাজ উদ্দিন মর্তুজা, ওবায়দুল হক, আবদুল্লাহ আল মামুন, মাওলানা এবিএম সিদ্দিকুর রহমান, মহিউদ্দিন আহমেদ ও মাওলানা সাইদুর রহমান প্রমুখ।